26753 - যে নারীর মাসিক শুরু হয়েছে তিনি লাইলাতুল কদরে কী কী ইবাদত করতে পারবেন?

প্রশ্ন

যে নারীর মাসিক শুরু হয়েছে তিনি লাইলাতুল কদরে কী করবেন? তিনি কি ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল হয়ে তার সওয়াব বাড়াতে পারবেন? যদি উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে এই রাতে তিনি কী কী ইবাদত করতে পারবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

যে নারীর মাসিক শুরু হয়েছে তিনি শুধুনামায, রোজা, বায়তুল্লাহ তওয়াফওমসজিদেইতিকাফব্যতীতবাকী সমস্তইবাদত করতেপারেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি রমজানের শেষে দশকে রাত জাগতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত: "শেষ দশক প্রবেশ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকোমর বেঁধে নামতেন। তিনি নিজে রাত জাগতেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকে জাগিয়েদিতেন।"[সহীহ বুখারী (২০২৪) ও সহীহ মুসলিম (১১৭৪)]

ইহইয়াউল লাইল বা রাত জাগা শুধু নামাযের জন্য বিশিষ্ট নয়, বরং তা সকল ইবাদতের মাধ্যমে হতে পারে। আলেমগণ إِحْيَاء اللَّيل কথাটিকে এই অর্থেব্যাখ্যা করেছেন।

ইবনে হাজার বলেছেন:"أحيا ليله" অর্থ-তিনি ইবাদত ও আনুগত্যের মধ্যে রাত জাগতেন।"নববীরাহিমাহুল্লাহ বলেছেন:"অর্থাৎ তিনি সালাত ও অন্য ইবাদতের মাধ্যমে গোটা রাত কাটিয়ে দিতেন।"

আউনুল মাবূদগ্রন্থেবলাহয়েছে: "অর্থাৎনামায, যিকির-আযকারওকুরআনতিলাওয়াতেরমাধ্যমে (রাত কাটিয়ে দেয়া)।"

লাইলাতুল কদরেবান্দা যে যে ইবাদত করতে পারেন তার মধ্যে কিয়ামুল লাইল (রাতের নামায) সর্বোত্তম। এজন্য নবীসাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরে বা ভাগ্য রজনীতেনামায আদায় করবে তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।"[সহীহ বুখারী (১৯০১)ও সহীহ মুসলিম (৭৬০)]

যেহেতু যে নারীর মাসিক শুরু হয়েছেতার জন্য নামায আদায় করা নিষিদ্ধ তাই তিনিনামাযব্যতীত অন্য সব ইবাদত করার জন্য রাত জাগতে পারেন।যেমন:

১। কুরআন তলোওয়াত করা, দখেুন (2564) নং প্রশ্নরে উত্তর।

২। যকিরি করা। যমেন: সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল হামদু লল্লিাহ ইত্যাদি জপা। সুতরাং যে নারীর মাসকি শুরু হয়ছে তনিি বশেী বশেীসুবহানাল্লাহ, আলহামদু লল্লিাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদহিি ওয়া সুবহানাল্লাহলি আযমি ইত্যাদি জপতে পারনে।

৩।ইস্তগিফার করা: তনিি বশেি বশেি 'আস্তাগফরিুল্লাহ'(আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি) পাঠ করতে পারনে।

৪। দোয়া করা: তনিি আল্লাহ তাআলার কাছে বশেি করে দোয়া করতে পারনে এবং তাঁর কাছে দুনয়িা ও আখরিাতরে কল্যাণ প্রার্থনা করতে পারনে। দোয়া হল সর্বোত্তম ইবাদতগুলোর অন্যতম। এটা এতবশেী গুরুত্বপূর্ণ য,েনবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামবলছেনে: "দোয়া ইহল-ইবাদত।"[জামে তরিমযিী (২৮৯৫),আলবানী'সহীহআত-তরিমযিী'গ্রন্থে হাদসিটকিসেহীহবলউল্লখেকরছেনে (২৩৭০)]

যে নারীর মাসকি শুরু হয়ছে তনিি লাইলাতুল ক্বদরউল্লখেতি ইবাদতগুলোসহ অন্যান্য ইবাদত পালন করতে পারনে।

আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করছি তনিি যা পছন্দ করনে ও যাতে সন্তুষ্ট হনআমাদরেকে যনে তা পালন করারতাওফকি দনে এবং আমাদরে নকে আমলগুলো কবুল করে ননে।